ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বন্ধু হিসেবে ভাইজানের তুলনাই হয়না: দিয়া মির্জা
পৃঃ ৫

আল হিলাল ছাড়ার গুঞ্জন! নেইমারের সম্ভাব্য গন্তব্য তিন ক্লাব
পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২৮ ● কলকাতা ● ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ওয়ানড়ে ত্রান বাড়ানোর দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

বেবি চক্রবর্ত্তী

সাংসদ হবার পর পারিবারিক প্রথা ভেঙে ওয়ানড়ে ত্রাণ বাড়ানোর দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

গত সেপ্টেম্বর মাসে ভূমিধসে বিধ্বস্ত হয়েছিল ওয়ানড়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত বিষয়ে দেখভাল করে থাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই জন্যই সাংসদ হবার দু সপ্তাহের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তবে শুধুই যে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধীই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাথে দেখা করতে গেছেন তা নয়, তার সাথে ছিলেন কেরলের অন্য কয়েকজন সংসদও। ত্রাণ বিলি নিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী অভিযোগ করেন " গ্রামকে গ্রাম ভেসে গেছে। বহু পরিবার শেষ হয়ে গেছে। বহু মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ত্রাণ বিলিতে দেরি হলে মানুষ আরো সমস্যায় পড়বেন "। তাঁর আরো অভিযোগ ত্রাণ বিলিয়ে নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র দুই তরফেই গড়িমসি চলছে। এখন এই অবস্থায় ত্রান না পেলে ওই এলাকার মানুষের মধ্যে নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে যা মোটেও কাম্য নয়।

মুসলিমদের বাংলাদেশে পাঠানো হোক', শুনেই ফুঁসে উঠলেন ফিরহাদ, বললেন, 'বাবার দেশ নয়'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এপার বাংলায় প্রতিবাদের সুর উঠতে শুরু করেছে। নিন্দায় সরব হয়েছেন রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে। এই আবহে বুধবার বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার। এবার তার পাল্টা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ।গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানিয়ে অসীম আরও বলেন, ওপার বাংলা থেকে উগ্রপন্থীদের ভারতে পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি নানান রাজ্যে লাভ-জিহাদ ছড়াচ্ছে। সব জেনেও মুখ্যমন্ত্রী না জানার ভান করে রয়েছেন বলে দাবি করেন বিজেপি বিধায়ক। ভোটের জন্য তিনি মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন বলে তোপ দাগেন অসীম ।গতকাল পদ্ম বিধায়ক বলেন, কেন্দ্রের কাছে তিনি ভারতবর্ষের সব মুসলিমদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাবেন। একইসঙ্গে ওপার বাংলার সব হিন্দুদের এদেশে নিয়ে আসার কথাও বলবেন। এবার অসীমের এহেন মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, 'অসীম সরকারের বাবার দেশ নয় ভারত'।

বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের পাল্টা ফিরহাদ বলেন, 'ইচ্ছে করলেই কেন্দ্র এসব করতে পারে না। কারণ সংবিধানে সেটা বলা নেই'। তৃণমূল নেতার সংযোজন, বিশ্বের যে দেশই হোক না কেন, সব জায়গায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠদের। আর ওপার বাংলায় যেটা হচ্ছে সেটার প্রতিবাদ বাংলা সহ সমগ্র দেশ করছে। ওখানে যা ঘটছে সেটা লজ্জাজনক এবং উদ্বেগজনক।

কলকাতার মেয়র আরও বলেন, বাংলাদেশে (Bangladesh) যে ঘটনা ঘটছে, এতে মানবাধিকার লজ্জিত হচ্ছে। ওখানে এখন কোনও সরকার নেই। আর কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়ার ক্ষমতা মহম্মদ ইউনুসের নেই। অবিলম্বে এই সকল ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গতকাল বিজেপি বিধায়ক অসীম বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের আটকানোর একমাত্র উপায় হল এনআরসি। গোটা দেশে এটি লাগু করতে হবে। ওপার বাংলায় যদি হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে মুসলিমদের সমস্যা হয়, তাহলে ভারত সরকারের উচিত হিন্দুদের এদেশে ফিরিয়ে আনা এবং এদেশের মুসলিমদের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া। তাঁর এই মন্তব্যেরই কড়া বিরোধিতা করেছেন ফিরহাদ।

উপনির্বাচনে আরজি কর আন্দোলনের প্রভাব পড়ল না কেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভোটের ফলপ্রকাশের প্রায় ১০ দিন পর বুধবার তা নিয়ে মুখ খুললেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁরা প্রশ্ন তুললেন, কেন আরজি কর আন্দোলনকে ভোট-রাজনীতির মাপকাঠিতে ফেলে দেখা হচ্ছে?প্রসঙ্গত, ৯ অগস্ট আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের সময়েই মেডিক্যাল কাউন্সিলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য অভীক এবং পেনাল অ্যান্ড এথিক্যাল কমিটির মনোনীত সদস্য বিরূপাক্ষ বিশ্বাস কী ভাবে আরজি করের সেমিনার কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পাশাপাশি, বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে হুমকি প্রথা-সহ একাধিক দুর্নীতিতে তাঁরাই মূল পান্ডা বলেও অভিযোগ ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। সেই সময়ে ওই দু'জনকে সমস্ত কাজকর্ম থেকে সরানোর নির্দেশিকা জারি করে কাউন্সিল। অভীক ও বিরূপাক্ষকে সাসপেন্ডও করে স্বাস্থ্য দফতর। গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। আবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের আওতাতেও রয়েছেন ওই দুই চিকিৎসক। এখন আরজি কর আন্দোলন 'স্তিমিত'। সেই আবহে গত সোমবার মেডিক্যাল কাউন্সিলের বৈঠকে দেখা গিয়েছে অভীককে। তা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেছে 'জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট'। তাঁকে ফেরানো ও বিরূপাক্ষের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তোলার প্রতিবাদে কাউন্সিলের সামনে অবস্থানও করেছে চিকিৎসকদের যৌথ মঞ্চ 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টর্স' (জেপিডি) ।বুধবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে 'জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট'-এর তরফে। তাতে বলা হয়েছে, "এই ক'দিন আগে আমরা দেখলাম পশ্চিমবাংলায় ছ'টি আসনে উপনির্বাচন হল এবং সেই আসনগুলিতে শাসকদল জিতেছে বলে এক প্রকার ভাবে আমাদের নাগরিক আন্দোলনকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে আক্রমণ হল্ত বলা হল, 'কী হল এত আন্দোলন করে, সেই তো শাসকদল জিতেই গেল!' বার বার এই ভাবে আন্দোলনকে দলীয় রাজনীতির

এরপর ৩ পাতায়

মমতা সরকারের পাশে শুভেন্দু, প্রয়োজনে দিল্লিতে মোদী সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিধানসভার ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ। অথবা কখনও বিক্ষোভ-বয়কটের ছবি দেখা যায়। তবে বৃহস্পতিবার দেখা গেল অন্য ছবি। বিধানসভায় শাসক-বিরোধী এক সুর। কলকাতা-ইউরোপ সরাসরি বিমান পরিষেবা চালুর প্রস্তাব রাজ্যের। রাজ্যের সেই প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিমানবন্দর সম্প্রসারণে কেন্দ্র থেকে যদি বাধা আসে তাহলে পাশে থাকবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।হাউজ থেকে বেরনোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দ্রিমা বলেন, "একটা প্রস্তাব জমা দিয়েছি। অবশ্যই মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে বলেছি। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আসলে আন্তর্জাতিক চরিত্র কতটা বজায় আছে সেটা দেখতে হবে। এখান থেকে যে বিমানগুলি আগে ইউরোপ এবং আমেরিকায় যেত সেগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে এই প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছে। যাতে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সোজাসুজি ইউরোপে-আমেরিকায় বিমান চালানো যায়।"এ দিন বিধানসভায় শুভেন্দু বলেন, "ইউরোপের একাধিক দেশ থেকে সরাসরি কলকাতা

এরপর ৩ পাতায়

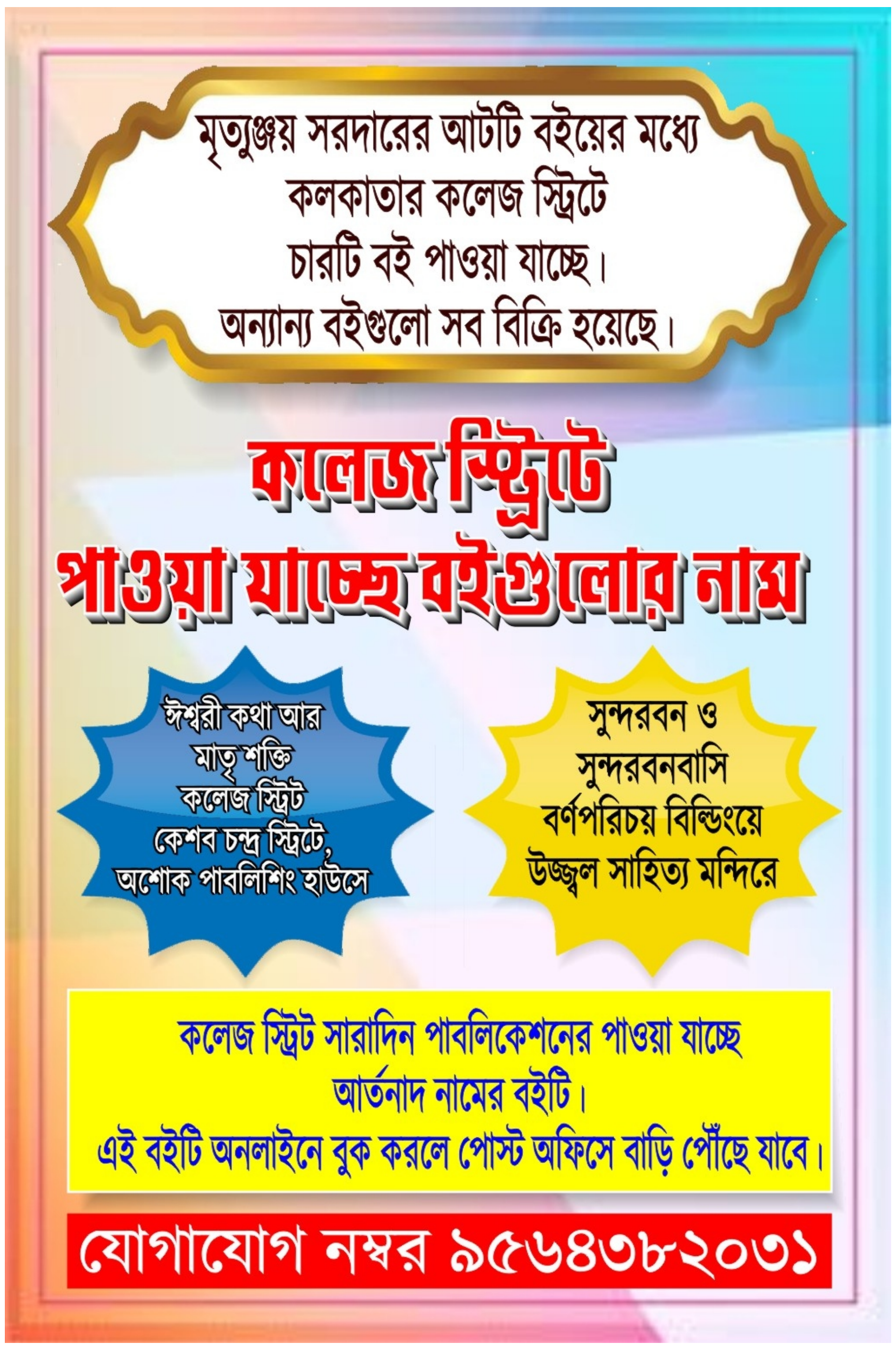

সাগর দ্বীপকে বাঁচাতে পালিত হল মাটি উৎসব

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কপিলমুনির মন্দির-সহ নদীভাঙন আটকাতে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সাগরদ্বীপের মহিলারা। পাঁচ হাজারেরও বেশি ম্যানগ্রোভ গাছ রোপণ করে ঘটা করে 'আন্তর্জাতিক মাটি দিবস' পালন করেছেন তাঁরা। শপথ নিয়েছেন নানান প্রজাতির ম্যানগ্রোভ গাছ পুঁতে সুউচ্চ প্রাচীর বানিয়ে সাগরদ্বীপকে রক্ষা করার। কলকাতার 'দি বেঙ্গল চেম্বার' নামে একটি অব্যবসায়িক সংস্থা-সহ আরও কয়েকটি সংস্থা এঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার দিবস'টি পালিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের চন্ডিপুর গ্রামের নদীর চরে। উৎসব দেখতে এদিন কয়েক হাজার মানুষ সামিল হয়ে ছিলেন। উদ্যোক্তা সংস্থার কর্ণধার সোমা মিত্র মুখার্জি বলেন, 'সাগরদ্বীপ ভয়ানক এক বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। ভাঙনের কারণে এই দ্বীপটি ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। এখানকার মানুজনকে বাঁচাতে এখানকার মানুষকে নিয়েই দ্বীপের চারপাশে 'ম্যানগ্রোভ প্রাচীর' গড়ার কাজ চলছে। এই কাজটি করার জন্য আমরা স্থানীয় পাঁচ হাজার মানুষকে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণও দিচ্ছি।'

সংস্থাটির উদ্যোগে হাজারখানেক মহিলা এদিন কাদামাটি মিশ্রিত নদীর চরে দেড়ফুট গভীর গর্ত করে তাতে তিনফুট দূরত্বে ম্যানগ্রোভ চারাগাছ রোপণ করেছেন। এইভাবে তাঁরা ২০ হেক্টর জমিতে কাঁকড়া, বকুল কাঁকড়া, গর্জন, বাইন, খলোসি-সহ বিভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ গাছ রোপণ করে 'কৃত্রিম বাদাবন' তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে। বৃক্ষ রোপনের পর এদিন বিকালে 'বানোয়ালি বিএড কলেজে' ম্যানগ্রোভ দেখভাল এবং রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উদ্যোক্তা সংস্থার কর্মকর্তারা ছড়ায় প্রশাসনের স্থানীয় আধিকারিকরা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বওরাও উপস্থিত ছিলেন।

হরিপাল পুলিশের তৎপরতায় চুরি যাওয়া ধান সহ দুই দুষ্কৃতি গ্রেফতার

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়,
হরিপাল, হুগলি

হরিপাল থানার অধীন চিত্রশালী গ্রামের এক বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে হরিপাল থানা পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারেন ওই চিত্রশালী গ্রামের অভিযোগকারী বাসিন্দার কিছুদিন আগে একটি ক্লাবের কাছে রাখা কুড়ি বস্তা ধান চুরি যায়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হরিপাল থানার পুলিশ শেখ মুজাহিদ ও অরুণ ভূমিজ নামে সন্দেহজনক দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। জেরায় তারা এই কাজে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে নেয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ধান নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান আটক করে এবং দাদপুর থানার অন্তর্গত মহেশ্বরপুর মোড়ের কাছে একটি গোডাউন থেকে চুরি যাওয়া ধান উদ্ধার হয়। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স অগ্নিশ্বর চৌধুরী জানান দুষ্কৃতীদের জেরা করে জানা গেছে এর আগেও ওই দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ধান চুরি করে এনে বিক্রির উদ্দেশ্যে ওই গোডাউনে জমা রাখত। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সি,আই তারকেশ্বর প্রশান্ত চ্যাটার্জি, হরিপাল থানার ওসি নজরুল ইসলাম এসআই নিশাত আহমেদ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। হরিপাল থানার এই সাফল্যে এলাকার ব্যবসায়ী ও কৃষক মহল খুশি।

রাষ্ট্রপতি পুতিন ভারতের উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার বিষয়ে রাশিয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন

নয়াদিল্লি, ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন মস্কোয় আয়োজিত পঞ্চদশ ভিটিবি রাশিয়া কলিং বিনিয়োগ মঞ্চের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'ভারত প্রথম' নীতি এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির প্রশংসা করেন। রাষ্ট্রপতি পুতিন উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিবেশ গড়ে তুলতে ভারতের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেন, এই নীতিগুলি ভারতের উন্নয়নে নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রুশ রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগটি ভারতে তৈরি পণ্য সামগ্রীর প্রচার ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়ে চলেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে ভারত সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। রুশ রাষ্ট্রপতি বিশেষ করে, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে বিশেষ নজর দিয়ে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, সেদিকে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রপতি পুতিন ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভারতে উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্য রাশিয়ার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন। ভারতে বিনিয়োগ লাভজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন। জাতীয় স্বার্থে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত সরকার যেভাবে কাজ করছে, সেই বিষয়টিও উল্লেখ করেন রুশ রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, ভারতে উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্য রাশিয়া প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'ভারত প্রথম' নীতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। সম্প্রতি রুশ সংস্থা রোশ নেফট ভারতে ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে বলে তিনি জানান।

রাষ্ট্রপতি পুতিন ব্রিকস্ - এর অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার আমদানী হ্রাস কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি ব্রিকস্ - এর অংশীদার দেশগুলিকে বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য আহ্বান জানান।

হর্নবিল উৎসবের ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় নাগাল্যান্ডবাসীকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর জনগণকে এই উৎসবে সামিল হয়ে নাগা সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করার আহ্বান জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী হর্নবিল উৎসবের ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় নাগাল্যান্ডবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই উৎসবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ও সুস্থিতিতে বিশেষ নজর দেওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রী মোদী কয়েক বছর আগে তাঁর এই উৎসব প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা স্মরণ করেন। তিনি জনগণকে এই উৎসবে সামিল হয়ে নাগা সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করার আহ্বান জানিয়েছেন। নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নেইফিউ রিও-র একটি পোস্ট শেয়ার করে এক্স - এ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "চলতি হর্নবিল উৎসব উপলক্ষ্যে রইল আমার শুভেচ্ছা এবং এই প্রাণবন্ত উৎসবে ২৫ বছর পূর্তি হওয়ায় নাগাল্যান্ডবাসীকে অভিনন্দন জানাই। এ বছরের উৎসবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সুস্থিতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে আমি আনন্দিত।

আমার নিজের কয়েক বছর আগে এই উৎসবে যোগ দেওয়া আনন্দদায়ক স্মৃতি রয়েছে। আমি আপনাদের এই উৎসব ঘুরে দেখে নাগা সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করার আহ্বান জানাই"।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের একটি নিবন্ধ ভাগ করে নিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ একটি জাতীয় সংবাদপত্রে লেখা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের একটি নিবন্ধ ভাগ করে নিয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেছেন যে এই নিবন্ধে সংবিধানের গুরুত্ব এবং সেই সংবিধানে কিভাবে ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উদযাপন করা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করেছেন : "কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী @মংংলড়ফযড়ঁৎ তুলে ধরেছেন ভারতের সংবিধান কিভাবে সাধারণ এক আইনি নথির থেকে আরও বেশি কিছু হয়ে উঠেছে। এটি ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে উদযাপন করেছে। আপনারাও পড়ুন!"

বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচারের ঘটনায় ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্রমশ অবনতি হচ্ছে

বেবি চক্রবর্ত্তী

বাংলাদেশের চূড়ান্ত অচলাবস্থা আর অন্যদিকে ট্রাম্পের শুল্ক চাপানো হুঁশিয়ারি আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের শাপে বর হতে চলেছে। নীতি আয়োগের বৈঠকে এক বরিষ্ঠ সদস্য এমনই মত প্রকাশ করলেন।

নীতি আয়োগের সদস্যরা মনে করছেন চিন সহ অন্যান্য দেশের উপর শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর প্রভাব পড়লেও ভারতের কাছে এটাই বিশ্ববাজারে রপ্তানি মজবুত করার সময়। পাশাপাশি বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচারের ঘটনায় ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্রমশ অবনতি হতে দেখা গেছে। বেশ কয়েক মাস ধরে প্রতিবাদ, আন্দোলন এবং সংঘর্ষের ফলে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প ক্রমশ ধাক্কা খেয়েছে। মূলত বস্ত্র শিল্পের উপরেই বাংলাদেশের অর্থনীতির বেশিরভাগ অংশই নির্ভর করে। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত আরো লাভের মুখ দেখতে পারে।

নীতি আয়োগের ত্রৈমাশিক রিপোর্ট প্রকাশের অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপের অভিযোগ এনে আমেরিকার ভাবি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম ভোট প্রচারে সরব হয়েছিলেন। নীতি আয়োগের সিইও মনে করছেন ট্রাম্পের হুশিয়ারিতে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে নীতি আয়োগের বরিষ্ঠ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর প্রভাকর শাউ বলেন "

এরপর ৩ পাতায়

পুরীতে নৌ-দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ওড়িশার পুরীর সমুদ্রতটে নৌ-দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিভিন্ন কাজকর্মের মহড়াও প্রত্যক্ষ করেন।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি নৌ-দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ৪ ডিসেম্বর দিনটি আমরা ১৯৭১ সালের যুদ্ধে আমাদের গৌরবময় জয়ের আনন্দ উদযাপন করি। নৌ-কর্মীরা মাতৃভূমি রক্ষায় যে আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেকথাও স্মরণ করা হয়। ভারত সকল নৌসেনা কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞ। দেশ সেবায় তাঁদের ভূমিকার জন্য সকল ভারতবাসী নৌ-সেনা কর্মীদের স্যালুট জানাই। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী, সমুদ্রের

এরপর ৩ পাতায়

'বাংলাদেশিদের নিষিদ্ধ' অবস্থান থেকে সরলো ত্রিপুরার হোটেল মালিকরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর জারি করা হোটেল নিষেধাজ্ঞা শিথিলের ঘোষণা দিয়েছে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার হোটেল ও রেস্টুরেন্ট মালিকরা। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (এটিএইচআরওএ) নিষেধাজ্ঞা শিথিলের এই ঘোষণা দিয়েছে।

সংগঠনটি বলেছে, মেডিক্যাল ভিসাধারী বাংলাদেশি নাগরিকদের ত্রিপুরার হোটেল ও রেস্টুরেন্টে আতিথেয়তা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে এটিএইচআরওএ। এর আগে, গত ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশে ভারতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ করেন দেশটির কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা। পরে সেদিনই বাংলাদেশি নাগরিকদের ত্রিপুরার কোনও হোটেল ও রেস্তোরাঁয় জায়গা দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দেয় অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

যদিও ভারতের ত্রিপুরা ও কলকাতার বেশিরভাগ হোটেল এবং রেস্তোরাঁর ব্যবসার প্রধান ভোক্তা বাংলাদেশি নাগরিকরা। হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত নিপীড়ন ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভারতের কয়েকটি রাজ্যে প্রায় প্রত্যেক দিনই বিক্ষোভ হচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হামলা-ভাঙচুর এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মাকে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানায়। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনে হামলার ঘটনার নিন্দা এবং কূটনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। ত্রিপুরায় বাংলাদেশি নাগরিকদের সঙ্গে কোনও ধরনের দুর্ব্যবহারের ঘটনা ঘটেনি জানিয়ে অল ত্রিপুরা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, 'জাতীয় সংবেদনশীলতা এবং আতিথেয়তার নীতির মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে আমাদের ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে।'

সংগঠনটি বলেছে, 'আমরা মেডিক্যাল ভিসাধারী বাংলাদেশি অতিথিদের স্বাগত জানাবো। ত্রিপুরায় তাদের যথাযথ আবাসন এবং সেবা নিশ্চিত করা হবে।' এর আগে, চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়া বাংলাদেশি রোগীদের বয়কট না করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে দেশটির চিকিৎসকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএম)। বুধবার কলকাতায় এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটির পশ্চিমবঙ্গ শাখা।

আইএমএর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্য ও চিকিৎসক এন কাঞ্জিলাল এবং কৌশিক চৌধুরী সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন। এ সময় তারা বলেন, চিকিৎসা পরিষেবা নিতে পশ্চিমবঙ্গে আসা রোগীদের দেশের জাতীয় পতাকা প্রণাম করে ঢোকা এবং রোগী না দেখা চিকিৎসা নিয়মের পরিপন্থী। চিকিৎসকদের কাছে সকল রোগী রোগীই। চিকিৎসকদের কাছে রোগীদের কোনও জাত, ধর্ম ও দেশ হয় না। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ওই দুই সদস্য বলেন, ভারতে আসা বাংলাদেশি রোগীদের কোনোভাবেই চিকিৎসা বন্ধ কিংবা হয়রানি করা যাবে না। বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসা দিতেই হবে।

কলকাতা কর্পোরেশনের বাংলাভাষা প্রীতি - খুশি সাধারণ বাঙালি

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

কয়েক মাস আগে যখন সরকারি জমি উদ্ধার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন কলকাতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন দিন দিন কলকাতায় বাঙালিদের অস্তিত্বের সংকট, ভাষার সংকট দেখা দিচ্ছে। তাঁর কথায় সত্যতা আছে। কলকাতার বহু জায়গা বা বাজার আছে, যেখানে হিন্দি ছাড়া আর কোনো ভাষা তেমন প্রচলিত নয়। এবার কলকাতা পৌরসভা এই বিষয়ে সচেতন হলো। কলকাতার দোকান, রেস্তোরাঁ এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির সাইনবোর্ড বাংলায় লিখতে হবে, এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন। এই নির্দেশকে বাধ্যতামূলক করতে চলেছে কেএমসি এমনটাই জানা যাচ্ছে। কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, শহরের যত দোকান, রেস্তোরাঁ, বাণিজ্যিক কেন্দ্র আছে সেখানে অন্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে সাইনবোর্ডে রাখতে হবে। সেই মর্মে ইতিমধ্যেই একটি সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এটা না করতে পারলে একদিন হয়তো কলকাতা থেকে আমাদের প্রাণের বাংলা ভাষা হারিয়েই যাবে। তাই কর্পোরেশনের এই উদ্যোগকে নাগরিক মহল স্বগত জানিয়েছেন।

কলকাতা পৌরসভা সূত্রের খবর, ২০২৫ এর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এই কাজ শুরু করতে হবে। কলকাতা পুরসভার সেক্রেটারি স্বপন কুন্ডুর কথায়, ইতিমধ্যেই দোকান, রেস্তোরাঁ, বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করা হয়েছে। পুরসভার তরফে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাইনবোর্ডে অন্য ভাষার পাশাপাশি বাংলায় নাম ও তথ্যও লিখতে হবে। উল্লেখ্য, অক্টোবরে তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে কলকাতায় পুরসভার একটি বৈঠকে জানিয়েছিলেন সরকারী ও বেসরকারী অফিসের সমস্ত সাইনবোর্ডে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা লেখা থাকা উচিত। এবার তাই কার্যকর হতে চলেছে।

প্রতারণামূলক কলের মোকাবিলায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

টেলিকমিউনিকেশন দপ্তর (ডিওটি) সঞ্চার সাথী পোর্টাল (http://www.sancharsaathi.gov.in) তৈরি করেছে। এতে চক্ষু-র সুবিধাও আছে। এর ফলে, জনসাধারণ প্রতারণামূলক কলের পাশাপাশি অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক কলের বিষয়েও রিপোর্ট করতে পারবেন। প্রতারণামূলক কলের বিষয়ে বেশকিছু রিপোর্ট পাওয়ার পর ডিওটি মোবাইল সংযোগ, মোবাইল হ্যান্ডসেট, একলপ্তে অনেক এসএমএস প্রেরণকারী এবং হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক কল বিষয়ে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে টেলিকম অপারেটরদের কাছে টেলিকম কমার্শিয়াল কমিউনিকেশনস কাস্টোমার্স প্রেফারেন্স রেগুলেশনস (টিসিসিসিপিআর-২০১৮) মোতাবেক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। ডিওটি এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরা আন্তর্জাতিক প্রতারণামূলক কলকে চিহ্নিত করতে এবং ব্লক করতে একটি নতুন ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছে। বিদেশ থেকে কল করা হলেও ভারতীয় মোবাইল নম্বর দেখায় এমন আন্তর্জাতিক কল আসতে দেখা গেছে সম্প্রতি। সরকারি এবং পুলিশ আধিকারিকের নকল পরিচয় দিয়ে এই কলগুলি করে প্রতারণা করা হয়। এছাড়াও টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (টিআরএআই) নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিয়েছে অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক কলের মোকাবিলায়। ১. টিসিসিসিপিআর-২০১৮-তে এমন সংস্থান আছে যাতে একজন গ্রাহক সব বাণিজ্যিক কল ব্লক করে দিতে পারে অথবা নির্দিষ্ট বাছাই কল বাতিল করে দিতে পারেন। এছাড়াও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে, ১৯০৯ নম্বরে এসএমএস বা কল করে অভিযোগ জানাতে পারেন। ২. টিসিসিসিপিআর-২০১৮ লঙ্ঘন করার দায়ে নথিভুক্ত সংস্থা এবং টেলিবিপণনকারীদের কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ৩. নথিভুক্ত নয় এমন সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রথমে সতর্ক করে এবং পরে নির্দিষ্ট গন্ডি বেঁধে দিয়ে এবং বারবার বিধি লঙ্ঘন করা হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে। ৪. অনথিভুক্ত প্রেরকদের সব টেলিকম উৎসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার নির্দেশ।

৫. অবাঞ্ছিত বাণিজ্যিক কল নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থতার জন্য পরিষেবা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে আর্থিক ব্যবস্থা। ডিওটি ২১.১১.২০২৪-এ টেলিকম সাইবার সিকিউরিটি রুলস ২০২৪-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। লোকসভায় আজ যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ডঃ পেম্মাসানি চন্দ্র শেখর এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন।

জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতি, ২০১৮

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নাগরিক এবং সংস্থাগুলির তথ্য ও সংযোগের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এক সার্বিক, সময়োপযোগী, নিরাপদ, সহজ ও সুলভ ডিজিটাল যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ভারত সরকার ২০১৮ সালে জাতীয় ডিজিটাল যোগাযোগ নীতির সূচনা করে। এর সুবাদে টেলিকম পরিকাঠামোর উন্নতি হয়, দেশজুড়ে টেলিযোগাযোগ পরিষেবা সুলভে সকলের নাগালের মধ্যে পৌঁছোয়। গত ৬ বছরে পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সুলভে ব্রডব্যান্ড পাওয়ার সুবিধা এবং এর পরিধির বিস্তার ঘটেছে। এর ফলে, ডিজিটাল ক্ষমতায়নের প্রসার ঘটেছে এবং এক প্রাণবন্ত ডিজিটাল পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে।

• অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ২০১৮ সালের মার্চ মাসে ছিল ১৭.৫ লক্ষ কিলোমিটার। চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ৪১.৯ লক্ষ কিলোমিটার।

• ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে বেস ট্রান্সরিসিভার স্টেশনের সংখ্যা ছিল ১৯.৮ লক্ষ। চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত তা বেড়ে হয়েছে ২৯.৪ লক্ষ।

• দেশের ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৩১টি গ্রামের মধ্যে (রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার গ্রাম বিষয়ক তথ্য অনুযায়ী) চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ লক্ষ ২২ হাজার ৮৪০টি গ্রামে মোবাইল সংযোগ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

• ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশে ব্রডব্যান্ড গ্রাহকের সংখ্যা ছিল ৪৮ কোটি। চলতি বছরের জুন পর্যন্ত এই সংখ্যা ৯৪ কোটিতে পৌঁছেচে।

• ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে মাসিক ডেটা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৮.৩২ জিবি। চলতি বছরের জুনে তা বেড়ে হয়েছে ২১.৩০ জিবি।

• ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতি জিবি মোবাইল ডেটার গড় মূল্য ছিল ১০ টাকা ৯১ পয়সা। চলতি বছরের জুন পর্যন্ত তা কমে হয়েছে ৮ টাকা ৩১ পয়সা। যে সব গ্রামে এখনও মোবাইল সংযোগ পৌঁছোয়নি, সেগুলিকে পরিষেবার মধ্যে আনার লক্ষ্যে সরকার ডিজিটাল ভারত নিধির মতো বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সংশোধিত ভারত নেট কর্মসূচিতে অনুমোদন দিয়েছে। ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৭৯ কোটি টাকার এই প্রকল্পে ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২.৬৪ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং প্রায় ৩.৮ লক্ষ গ্রামে ভারত নেটের আওতায় ব্রডব্যান্ড পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। টেলিকম ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৯৭ সালে স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া -

ট্রাই স্থাপন করেছে। টেলিকম ক্ষেত্রে যাতে বিভিন্ন সংস্থা ও বিভিন্ন পরিষেবা থাকে এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সৃষ্টি হয়, সেজন্য বিভিন্ন সময়ে ট্রাই নানা সুপারিশ, বিধি ও নির্দেশ জারি করেছে। উপগ্রহ যোগাযোগ সংস্কার ২০২২-এর মাধ্যমে সরকার টেলিকম ক্ষেত্রের বিধিনিয়ম সরল করেছে, লাইসেন্স প্রাপকদের আর্থিক বোঝা কমিয়েছে। সম্প্রতি মহাকাশ ক্ষেত্রে যে সংস্কারের সূচনা হয়েছে, তাতে উপগ্রহ ভিত্তিক পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে বেসরকারি পক্ষগুলি আরও বেশি করে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। উপগ্রহের মাধ্যে ৫,৪৭৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্পেকট্রাম পরিচালন কাঠামোকে স্বচ্ছ ও দক্ষ করে তুলতে সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে তা হল -

• নিলামের মাধ্যমে ১৫.০৯.২০২১-এর পরে যে স্পেকট্রাম নেওয়া হয়েছে তা ন্যূনতম ১০ বছর পরে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে।

• নিলামের মাধ্যমে ১৫.০৯.২০২১-এর পরে যে স্পেকট্রাম নেওয়া হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে কোনো স্পেকট্রাম ইউসেজ চার্জ লাগবে না।

• স্পেকট্রাম ইউসেজ চার্জ এবং স্পেকট্রাম ফ্লোর অ্যামাউন্টের ভারযুক্ত গড়ের ন্যূনতম ৩ শতাংশ সংক্রান্ত শর্ত বিলোপ করা হয়েছে। ঙ স্পেকট্রাম ভাগ করে নেওয়ার জন্য স্পেকট্রাম ইউসেজ চার্জের ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধির শর্ত তুলে নেওয়া হয়েছে।

• দেশে ৫জি পরিষেবার বিস্তারের জন্য ৩.৩ - ৩.৪ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

• টেলিযোগাযোগ আইন ২০২৩-এর স্পেকট্রাম বন্টনের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ডঃ পেমাসানি চন্দ্রশেখর এই তথ্য জানিয়েছেন।

১-ম পাতার পর

উপনির্বাচনে আরজি কর আন্দোলনের প্রভাব পড়ল না কেন?

মাপকাঠিতে ফেলে দেওয়ার কদর্য প্রয়াসকে তীব্র নিন্দা আমরা আগেও জানিয়েছি, এখনও জানাচ্ছি।" জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের বক্তব্য, তাদের আন্দোলন স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বদল, দুর্নীতি-হুমকি প্রথার বিরুদ্ধে। রাজনীতির সমীকরণকে এর সঙ্গে টেনে এনে আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করা চেষ্টা হচ্ছে বলেই তাদের অভিযোগ।আগামী শুক্রবার স্বাস্থ্যভবন পর্যন্ত একটি মিছিলেরও ডাক দিয়েছে 'জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট'। আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের চার্জশিটে রাজ্য সরকার কেন ছাড়পত্র দেয়নি এবং 'হুমকি সংস্কৃতি' (থ্রেট কালচার)-তে অভিযুক্ত চিকিৎসক অভীক দে-র বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হল ন্ম মূলত এই দুই প্রশ্ন তুলে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন জানিয়েছে, আগামী ৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার দুপুর ৩টেয় ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের সামনে জমায়েত করা হবে। তার পর সেখান থেকে মিছিল করে যাওয়া হবে স্বাস্থ্যভবন পর্যন্ত। মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য চিকিৎসক-নার্স-সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন তো বটেই, সাধারণ মানুষের কাছেও আহ্বান জানানো হয়েছে। আরজি করে ধর্ষণ-খুনের মামলায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে আগেই চার্জশিট জমা দিয়েছিল সিবিআই। সেই মামলায় বিচারপ্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। তার মধ্যেই আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গত শুক্রবার সন্দীপ-সহ পাঁচ অভিযুক্ত এবং কয়েকটি সংস্থার বিরুদ্ধে ৮০ পাতার চার্জশিট জমা দেয় সিবিআই। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্য সরকার ওই চার্জশিটে এখনও সম্মতি দেয়নি। সন্দীপ সরকারি আধিকারিক। সুতরাং, তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করার জন্য আইনত রাজ্য সরকারের সম্মতির প্রয়োজন। চার্জশিটের ক্ষেত্রে ওই সম্মতি না থাকলে বিচারক চার্জশিট গ্রহণ না-ও করতে পারেন। তাতে মামলার চার্জগঠন ও বিচারপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে 'জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট'। তাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই যে সন্দীপদের 'আড়াল' করার চেষ্টা করছে, তা আরও একবার প্রমাণিত। সন্দীপদের আড়াল করে আসলে 'সিন্ডিকেটরাজ'কে বহাল চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তারা। শুধু তা-ই নয়, অভীকের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার পরেও কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হল না, সেই প্রশ্নও তুলেছে

১-ম পাতার পর

মমতা সরকারের পাশে শুভেন্দু, প্রয়োজনে দিল্লিতে মোদী সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন

বিমানবন্দরে আসা নিয়ে কেন্দ্রের ছাড়পত্র রয়েছে। ফলে নতুন করে কেন্দ্রের অনুমোদন দরকার নেই। বাসা এবং ওপেন স্কাই এগ্রিমেন্ট আছে। আপনারা এদের সঙ্গে কথা বলুন। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাড়ানোর জন্য আবেদন করুন। যদি কেন্দ্র কোনও বাধা দেয়। তাহলে আমরা, বিজেপির বিধায়করা যাব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। এই প্রস্তাবকে আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।" এরপর মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "আপনি আজ যেভাবে আমায় কয়েকবার মাননিয়া বললেন। সম্মানীয় বললেন। আমি ধন্যবাদ জানাই। ভাল লাগল। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে এই প্রস্তাব দেওয়ার জন্য।"

মহাভারত যুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর, ২০২৪

কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১-২২ সময়কালে যে ৫টি অঞ্চলকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম মীরাঠ-এর হস্তিনাপুর। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এই সংরক্ষিত অঞ্চলে নানা ধরনের কাজ করছে।

সংরক্ষিত অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য মূল সড়কের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তা নির্মাণ, গাড়ি রাখার জায়গা এবং বাগান তৈরি সহ নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে। ২০২১-২২ থেকে ২০২২-২৩-এর মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ হস্তিনাপুরে করা হয়। এ সংক্রান্ত চিত্র প্রদর্শনীও পর্যটকরা প্রত্যক্ষ করেন। সংরক্ষিত অঞ্চলটিকে জবরদখল মুক্ত করা হয়েছে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

২ পাতার পর

বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচারের ঘটনায় ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্রমশ অবনতি হচ্ছে

বস্ত্র শিল্পে রপ্তানি বাড়িয়ে বাংলাদেশের বাজারে ভাগ বসাতে পারবে ভারত। বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। বাংলাদেশে অচলাবস্থার জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বস্ত্র শিল্প। যার জেনে লাভবান হতে পারে ভারত"। আবার নীতি আয়োগের এক শীর্ষ কর্তা জানান বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে একেবারেই অনুকূল পরিবেশ নেই। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে স্বাভাবিকভাবেই সেই দেশগুলি পিছিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

২ পাতার পর

পুরীতে নৌ-দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাষ্ট্রপতি

ভূমিকা বিশেষ। বিস্তীর্ণ উপকূল অঞ্চল, দ্বীপপুঞ্জ এবং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সমুদ্র অঞ্চলের পরিকাঠামো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৫ হাজার বছর আগে থেকে ভারতের সমুদ্র ও উপকূল অঞ্চলে নানা কাজকর্ম হয়ে চলেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ এবং পরিচয় অনেকটাই নির্ভর করে সমুদ্রের উপর। ভারতীয় নৌ-বাহিনী সমুদ্র নিরাপত্তায় এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে শ্রীমতী মুর্মু আস্থা প্রকাশ করেন।

নৌ-বাহিনীতে নারী শক্তির যথাযথ গুরুত্ব প্রদানকে উল্লেখযোগ্য বলে মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, নৌ-বাহিনীতে প্রথম মহিলা অগ্নিবীর নিয়োগ করা হয়। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর দুই মহিলা লেঃ কমান্ডার দিলনাকে এবং লেঃ কমান্ডার রূপা নতুন এই অগ্রগতির অন্যতম উদাহরণ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ৩২৮ সংখ্যা ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ শুক্রবার ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

মহা কুম্ভ মেলা ২০২৫ : বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পবিত্র সংগম

বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ মহা কুম্ভ মেলা। বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের এক বিরল সংগম। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী এই পবিত্র উৎসব ১২ বছরে চারবার হয় ভারতের চারটি স্থানে হরিদ্বার, উজ্জ্বয়িনী, নাসিক এবং প্রয়াগরাজে। এই প্রত্যেকটি স্থানই পবিত্র নদীর ধারে অবস্থিত। হরিদ্বার গঙ্গার তীরে, উজ্জয়িনী শিপ্রার তীরে, নাসিক গোদাবরীর তীরে এবং প্রয়াগরাজ গঙ্গা, যমুনা ও পৌরাণিক সরস্বতীর তীরে অবস্থিত। আগামী বছর ২০২৫-এ ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজে এই চিত্তাকর্ষক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আসবেন দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও তীর্থযাত্রী। এই মহান উৎসবের সঙ্গে জড়িত ধর্মীয় আচার, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিক উদ্ভাস। ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করে পাপমুক্ত হওয়া যায় বলে বিশ্বাস করেন ভক্ত ও তীর্থযাত্রীরা। এই মহা কুম্ভ মেলা শুধুমাত্র ভারতের সুদৃঢ় ঐতিহ্যের প্রতিফলন নয়, এটি মানব জাতির অন্তরের শান্তি, আত্মপরিচয় এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার পুরোনো বিশ্বাস।

স্নানের পাশাপাশি পবিত্র নদীর তীরে পুজো করেন ভক্তরা, সাধু-সন্তদের কথা শোনেন। প্রয়াগরাজ মহা কুম্ভে বিশেষ কয়েকটি স্নানের দিন উল্লেখযোগ্য। যেমন ১৩ জানুয়ারি, পৌষ পুর্ণিমা, ১৪ জানুয়ারি মকরসংক্রান্তি ইত্যাদি। এই দিনগুলিতে সাধু-সন্ত, ভক্ত এবং বিভিন্ন আখড়ার সদস্যরা শাহীস্নান বা রাজযোগ স্নানে অংশ নেন বর্ণাঢ্য মিছিল করে গিয়ে। এদিন থেকেই শুরু হয় সরকারি ভাবে কুম্ভ মেলা। নদীর তীরে চোখ ধাঁধানো গঙ্গা আরতি দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে চান না অংশগ্রহণকারীরা। মহা কুম্ভ মেলার স্বল্পপরিচিত, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল কল্পবাস। যে সব তীর্থযাত্রী কল্পবাসে অংশ নেন, তাঁরা অতি সাধারণ জীবনযাপন করেন। পার্থিব সুখ ত্যাগ করে প্রতিদিন ধ্যান, প্রার্থনা এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে থাকেন। এই সঙ্গেই হয় বৈদিক মতে যজ্ঞ এবং হোম। মানুষ বিশ্বাস করেন কুম্ভের সময় সঙ্গম দর্শনে আসেন দেবতারা। সেই কারণে করা হয় দেবপূজা। শ্রাদ্ধ এবং কেশ মুণ্ডন করে গঙ্গায় দান করা এই অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুম্ভের সময়ে অনেকেই গো-দান করেন, বস্ত্র দান করেন, দ্রব্য দান করেন এবং স্বর্ণ দান করেন। প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলা চলাকালীন দীপদান উৎসব অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক অনুষ্ঠান। ভক্তরা হাজার হাজার জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসিয়ে দেন ত্রিবেণী সঙ্গমের জলে। কখনও কখনও চালগুঁড়ি বা ময়দা দিয়েও প্রদীপ তৈরি করা হয়। প্রাচীন আচারের সঙ্গে ভক্তরা নিজেদের যুক্ত করতে ৫ ক্রোশ পথ পরিক্রমাও করেন। এই পরিক্রমার পথে পড়ে দ্বাদশ মাধব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্দির। চিরাচরিত রীতি-নীতি, আচার-বিচার ছাড়াও ২০২৫-এর মহা কুম্ভে থাকবে আরও নানা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। শুধু ধর্ম নয়, প্রয়াগরাজ সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং স্থাপত্যের এক অনিন্দ্য নিদর্শন। বহু প্রাচীন মন্দির আছে এখানে, যেমন - হনুমান মন্দির, আলোপি দেবী মন্দির এবং মনকামেশ্বর মন্দির। প্রত্যেকটি মন্দিরের সঙ্গেই নানা ধর্মীয় অনুসঙ্গ জড়িত। প্রাচীন মন্দিরগুলির সুন্দর স্থাপত্য পর্যটন এবং ইতিহাসপ্রেমীদের আকর্ষণ করে। প্রায়গরাজেই আছে অশোকস্তম্ভ, যা আমাদের ভারতের সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এর গায়ে অঙ্কিত লিপি দেশের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। এর পাশাপাশি আছে ঔপনিবেশিক যুগের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ভবন এবং স্বরাজ ভবন। প্রয়াগরাজের সদাব্যস্ত রাস্তা এবং বাজারও ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করে। স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি, রন্ধনশৈলীর নমুনা পাওয়া যায় এখানে। এই শহরেই আছে বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা বহু বছর ধরেই ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করার কাজে মগ্ন। যাঁরা আধ্যাত্মিক পথের সন্ধানে যান তাঁদের কাছে আখড়া এবং তার সাধুরা মূল আকর্ষণ। এই আখড়াগুলি শুধুমাত্র পুজো করার জায়গা নয়, এখানে আধ্যাত্মিক ভাবনার বিনিময় ঘটে। আলোচনা হয় দর্শন নিয়ে। মহা কুম্ভ মেলায় যোগদানকারী যে কেউ নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন এই সব আখড়ায়। মহা কুম্ভ মেলা শুধু ধর্মীয় সম্মেলন নয়, এটি বিশ্বাস, রীতি-নীতি এবং আধ্যাত্মিক আলোয় আলোকিত। ভারতের সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের নির্যাস। মোক্ষ সন্ধানকারীদের জন্য এটি এক মহৎ উৎসব। কাল ও সময় পেরিয়ে এখনও কুম্ভ মেলা সজীব। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ তাঁর পূর্বপুরুষের শিকড়ের পরিচয় পেতে সমবেত হন এই মেলায়। যে বাঁধনে সমগ্র ভারতের মানুষ বদ্ধ, সেই ঐক্য, সহমর্মিতা এবং বিশ্বাসের অসীম মূল্যবোধের জীবন্ত দলিল এই মেলা। সাধু-সন্তদের মিছিল, মন্ত্রধ্বনি এবং পবিত্র ক্রিয়া-কর্ম এই মেলাকে এক দৈব অভিজ্ঞতায় পরিণত করে, যা ছুঁয়ে যায় প্রত্যেক মানুষের হৃদয়।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রৌক্লোপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।

শ্রী শ্রী লক্ষীর স্তোত্রম্

ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবী কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথাস্তং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভবময়ি স্থিরা।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষীশ্চলা ভূতি হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ সৃষ্টি শ্রীপদ্মধারিণী।।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষীং সম্পূজ্য যঃ পঠেত।
স্থিরা লক্ষীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারারদিভিংসহ।।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ত্রয়োদশ পর্ব)

উভয়ের সহাবস্থান, সেটিই আমাদের ধ্রুবতারা হোক।

এখানে একটা কথা। এই বালোচিস্তান বা ঝোব উপত্যকা কি সেযুগে বহিরাগত আক্রমণের করিডর, অনবরত যুদ্ধবিদীর্ণ সীমান্ত, সেজন্য সেভাবে ভয়াল মাতৃকার উত্থান ঘটেছিল?

আর, এমন কি হতে পারে, দুর্গা থেকে কালীপুজো, শুক্ল পক্ষ থেকে কৃষ্ণ পক্ষ, মহীয়সী মাতৃকা থেকে ভয়াল মাতৃকায়

এই যাত্রা আসলে একটি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি, মাতৃকাধর্ম বারবার আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস আমাদের জাতির অবচেতন মানসে ধরা আছে?

এদেশে প্রচলিত প্রবাদ হল বর্তমানে কালীর মূর্তিরূপ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-এর। আগমবাগীশের "সৃষ্ট" কালীরূপ সম্পর্কে জানা যাচ্ছেঃ "দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। বাম হস্তদ্বয়ের মধ্যে অধোহস্তে সদ্যছিন্ন শির, আর উর্ধ্বহস্তে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অভয় ও বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের মতো শ্যামবর্ণা (এই জন্যেই তিনি শ্যামা নামে খ্যাতা) ও দিগম্বরী। কণ্ঠে (একান্ন) মুণ্ডমালা থেকে রক্ত ঝরছে, আর তাই দিয়েই দেবীদেহ চর্চিত। দুটি শব-শিশু তাঁর কর্ণভূষণ। তিনি ঘোরদ্রংষ্টা, করালাস্যা, পীনোন্নত পয়োধরা। শবের হাতের কাঞ্চী পরিহিতা হয়েও হসন্মুখী। ওষ্ঠের দুই প্রান্ত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। আর তিনি বিস্ফুরিতাননা ও উন্নতদন্তা; তাঁর কেশ দক্ষিণব্যাপী আলুলায়িত। বালসূর্যমণ্ডলের মতো তাঁর ত্রিনেত্র ও তিনি শবরূপ শিবের বুকে সংস্থিতা। তাঁর চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা পরিবৃতা ..." (অশোক রায় ২২১)।

প্রসঙ্গত আগমবাগীশের অনেক

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আদানির ঘুষকাণ্ড, বিক্ষোভে 'উত্তাল' ভারতের সংসদ এলাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আদানি ঘুষ-কাণ্ডে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র তদন্ত চেয়ে ভারতের বিরোধী দলীয় জোট ইন্ডিয়ার ধারাবাহিক বিক্ষোভে বৃহস্পতিবার দেখা গেলো নতুন চমক। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, ডিএমকে, উদ্ধবসেনার সাংসদদের পরনে দেখা গেল কালো রঙের জ্যাকেট। তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্লোগান ঈষৎ উল্টে লেখা 'মোদী-আদানি এক হ্যায়। আদানি সেফ হ্যায়'! বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী জ্যাকেট পরেননি। কিন্তু তার সাদা টি-শার্টে সাঁটা ছিল একই স্লোগান লেখা স্টিকার।

তবে সংসদ ভবনের মূল প্রবেশপথ মকর দ্বারের সামনে আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দল বিক্ষোভে অংশ নিলেও দেখা যায়নি তৃণমূল

সাংসদদের। এ প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সাংসদ কীর্তি আজাদের মন্তব্য, 'আমাদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু রয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয় রয়েছে। সেগুলি আমার সংসদের অধিবেশনে তুলে ধরব।'

প্রসঙ্গত, এবার মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোটের প্রচারে মোদী ধারাবাহিক ভাবে 'এক হ্যায় তো সেফ' হ্যায় স্লোগান দিয়েছেন। মেরুকরণের উদ্দেশ্যেই তার ওই 'বার্তা' ছিল বলে অভিযোগ বিরোধীদের।

মার্কিন আদালতে আদানিদের বিরুদ্ধে 'প্রমাণ-সহ অভিযোগপত্র' (ইনডিক্টমেন্ট) জমা পড়েছে গত ২০ নভেম্বর। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বরাত পাওয়ার বিনিময়ে ভারতের ভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের (মন্ত্রী এবং আমলা) ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে গৌতম আদানি এবং তার ভাইপো সাগরসহ সাত জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাতে। শীতকালীন অধিবেশনের গোড়া থেকেই আদানিকাণ্ডের তদন্তে জেপিসি গঠনের দাবিতে সরব কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়ার শরিকরা। কিন্তু তাতে শরিক হয়নি তৃণমূল। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের ডাকা বৈঠকে গরহাজির থেকেছেন তৃণমূল সাংসদেরা। বিরোধীদের কক্ষ সমন্বয়েও তাঁরা শামিল হননি।

তৃণমূলের রাজ্যসভা নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বুধবার এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সংসদে বিজেপির কুকীর্তিকে প্রকাশ্যে আনার সার্বিক কৌশলের ক্ষেত্রে আমরা সবাই একজোট। তবে বিভিন্ন দলের সেই কৌশলকে বাস্তবায়িত করার বিভিন্ন উপায় থাকতেই পারে।"

মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ ফড়ণবিসের, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শিণ্ডে, পওয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

অবশেষে 'নাটকে'র সমাপ্তি। ভারতের মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিস। তাকে শপথপাঠ করালেন রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন।

বৃহস্পতিবার মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন দুজন - এনসিপির অজিত পওয়ার এবং শিব সেনার একনাথ শিণ্ডে। সকলকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এনিয়ে তৃতীয়বার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসলেন দেবেন্দ্র ফড়ণবিস। ১+২ মডেল অর্থাৎ দুই উপমন্ত্রীকে নিয়ে চলবে তার মন্ত্রিসভা। যদিও মন্ত্রিসভার বাকি সদস্যদের শপথ হয়নি বৃহস্পতিবার। তা পরে হবে বলে জানা গিয়েছে।

তবে মহারাষ্ট্রে এই সরকার গঠন নিয়ে কম টানাপোড়েন চলেনি এতদিন ধরে। এমনকী শপথের দিন সকালেও উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে 'নাটক' জারি রেখেছিলেন একনাথ শিণ্ডে। দুপুরের পর তিনি নিমরাজি হন। আর সন্ধেবেলা শপথ গ্রহণ করেন।

কলকাতার হাসপাতাল বাংলাদেশীদের চিকিৎসা না দেওয়ার খবর 'মিথ্যা': ভারতীয় মিডিয়া

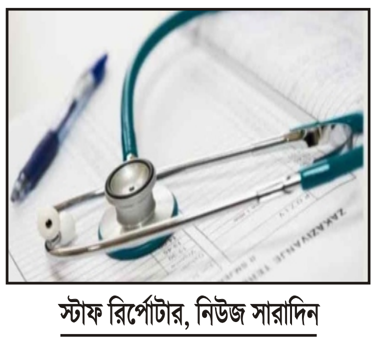

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশের সাথে ভাষা, সংস্কৃতি, খাবার এবং ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে বহু বাংলাদেশি রোগী কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন। কিডনি প্রতিস্থাপন, হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার থেকে শুরু করে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা এ ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিদিন শত শত রোগী বাংলাদেশ থেকে কলকাতার হাসপাতালে ভিড় করেন। যদিও ভারত-বাংলাদেশের চলমান অস্থিরতার কারণে এই সংখ্যায় সাম্প্রতিক সময়ে বড় ধস নেমেছে, তবে কলকাতার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই রোগীদের চিকিৎসায় তারা আগের মতোই সেবা প্রদান করবেন।

বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতা এবং প্রতিবেশী দেশটিতে সংখ্যালঘু সুরক্ষার দাবিতে কলকাতায় প্রতিবাদ হলেও, এখানকার হাসপাতালগুলো বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসা দিতে অটল। ভিসা এবং যাতায়াতজনিত সমস্যার কারণে বাংলাদেশি রোগীর সংখ্যা কমে গেলেও হাসপাতালগুলো জানিয়েছে, মানবিকতার ক্ষেত্রে জাতীয়তা, ধর্ম বা সম্প্রদায় কোনো বাধা নয়।

পিয়ারলেস হাসপাতালের সিইও সুদীপ্ত মিত্র বলেছেন, "সন্যাসী, সন্ত্রাসী বা ছোটখাটো অপরাধী রোগীর পরিচয় যাই হোক না কেন, তারা আমাদের কাছে শুধুই রোগী। আমরা কোনো বৈষম্য করব না।" আরএন টেগোর হাসপাতালের নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধান দীপক শংকর রায় জানিয়েছেন, তার বিভাগে আগে প্রতিদিন ১৫-২০ জন বাংলাদেশি রোগী আসতেন, যা এখন কমে ৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

ফরটিস হাসপাতালের কার্ডিওথোরাসিক ও হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ড. কে এম মন্দানা বলেছেন, "বাংলাদেশি রোগীদের সাথে কলকাতার চিকিৎসকদের সম্পর্ক বহু বছরের। এই সম্পর্ক কোনোভাবেই নষ্ট হবে না।" এছাড়া, অনেক হাসপাতাল অনলাইন পরামর্শের ব্যবস্থা করছে যাতে দূর থেকেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া যায়।

পিয়ারলেস হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ অজয় সরকার জানিয়েছেন, "পেশাগতভাবে আমরা হিপোক্রেটিক শপথ নিয়েছি এবং সেই শপথ অনুযায়ী, বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসা দিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ক্ষেত্রে এএম ফার্টিলিটির কৌশিকী রায় জানিয়েছেন, "বেশিরভাগ বাংলাদেশি নারী রোগী নারী চিকিৎসককে বেশি পছন্দ করেন। আমরা তাদের মাতৃত্বের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব।"

বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কলকাতার হাসপাতালগুলো তাদের মানবিক অবস্থান অব্যাহত রেখেছে। সীমান্তের উভয় দিকে শান্তি ও সুস্থতার প্রত্যাশায় তারা সমানভাবে সেবা দিয়ে চলবে।

সিনেমার খবর

'জাওয়ান' পরিচালক অ্যাটলির সিনেমায় সালমান

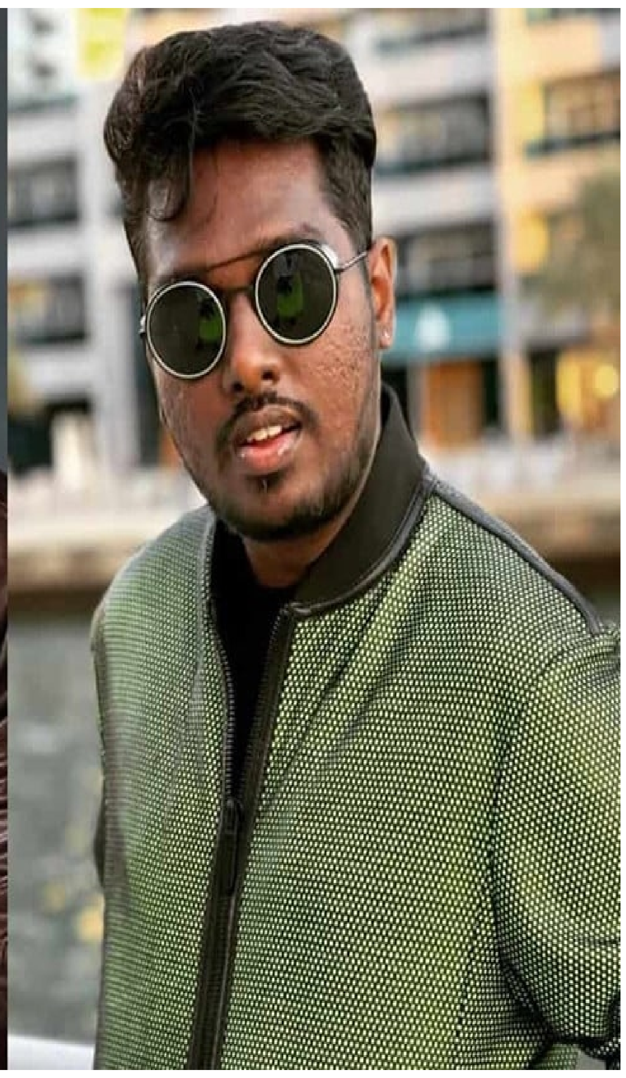

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খানের জাওয়ানের ব্যাপক সাফল্যের পর চলচ্চিত্র পরিচালক অ্যাটলি এখন ষষ্ঠ সিনেমা পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এবার সিনেমাতে আরেক বলিউড সুপারস্টার সালমান খানকে দেখা যাবে বলে জানা গেছে। যদিও ভক্তরা আরও বিস্তারিত জানার জন্য অপেক্ষায় আছেন।

ইন্ডিয়া টুডের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সিনেমাটি একটি মহাকাব্যিক কাহিনী হতে পারে। সিনেমাটিতে দুইজন নায়ক থাকবেন। সালমানের পাশাপাশি কমল হাসান বা রজনীকান্তকে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন অ্যাটলি।

আরেক সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলার মতে, অ্যাকশনধর্মী সিনেমাটিতে কারা অভিনয় করবেন তা এখনো গোপন রাখা হয়েছে। বর্তমানে এটির চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ চলছে। অ্যাটলি এক বছর ধরে একটি মেগা-বাজেটের চিত্রনাট্য নিয়ে কাজ করছেন। সিনেমাটি অতীত ও বর্তমান দুই যুগের প্রেক্ষাপটে তৈরি হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতা এখানে একটি কাল্পনিক জগতের গল্প বলবেন। যেখানে সালমান খানকে অতীত সময়ের একজন যোদ্ধার অবতারে হাজির করা হবে, যে চরিত্রে এই সুপারস্টারকে আগে কখনো দেখা যায়নি। তবে, বর্তমানে কী ঘটবে তা আপাতত আড়ালে রাখা হয়েছে। চলচ্চিত্রটির ফোকাস বর্তমানের চেয়ে অতীতের অংশগুলোতে বেশি হবে। কারণ স্ক্রিপ্টটি কাল্পনিক ফ্যান্টাসি এবং সব চরিত্র অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে পরস্পর জড়িত থাকবে।

সূত্র জানিয়েছে, সিনেমাটিতে প্রচুর অ্যাকশন, রোমাঞ্চ ও আবেগের দৃশ্য থাকবে। তিনি এ বছরের শেষের দিকে এ-সিক্সের জন্য সব তারকাদের ঠিক করতে চাইছেন। সালমানের সঙ্গে কমল হাসান বা রজনীকান্তকে পাবেন বলে আত্মবিশ্বাসী অ্যাটলি।

এদিকে সালমান খান বর্তমানে রাশ্মিকা মান্দানার সঙ্গে 'সিকান্দার' সিনেমার শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। এ আর

সোনম-আলিয়ার সঙ্গে চুম্বন দৃশ্যে রাজি হননি এই অভিনেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফাওয়াদ খান, পাকিস্তানের অভিনেতা হলেও ভারতে তার অসংখ্য অনুরাগী। শুধু সৌন্দর্য নয়, তার ব্যক্তিত্ব ও অভিনয়েও কুপোকাত অনেকেই। বলিউডের বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। কিন্তু সেসব সিনেমায় অভিনয়ের আগেই নাকি পরিচালক-প্রযোজকদের বড় শর্ত দিয়ে রেখেছিলেন এই অভিনেতা। 'খুবসুরত', 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল', ও 'কপূর অ্যান্ড সনস্' ছবিতে অভিনয় করেছেন ফাওয়াদ খান। 'খুবসুরত' সিনেমায় সোনম কাপূরের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে মুক্তি পায় সেই ছবি। কিন্তু সিনেমায় অভিনয়ের আগে ফাওয়াদের শর্ত ছিল, পর্দায় কোনওভাবেই সোনমের সঙ্গে চুম্বনদৃশ্যে অভিনয় করতে পারবেন না। ফাওয়াদের দাবি ছিল, তার বহু অনুরাগী ও ভক্তসংখ্যা রয়েছে। পর্দায় চুম্বন করে তাদের হতাশ করতে চান না।

অভিনেতা বলেছিলেন, 'আমি অনুরাগীদের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করতে চাই। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে আমার বহু অনুরাগী হতাশ হয়ে পড়বেন। শুধু সোনমকেই নয়, আলিয়া ভাটকেও পর্দায় চুম্বন করতে রাজি হননি ফাওয়াদ। ২০১৬-র ছবি 'কাপূর অ্যান্ড সন্‌স' ছবিতে ফাওয়াদের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন আলিয়া। অভিনেত্রী নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন সেই তথ্য। আলিয়া জানান, চিত্রনাট্যে একটি উষ্ণ চুম্বনের দৃশ্যে অভিনয় করার কথা ছিল ফাওয়াদ ও আলিয়ার। কিন্তু রাজি হননি ফাওয়াদ।যে কারণে বদল আনা হয় চিত্রনাট্যে। গভীর চুম্বনের বদলে ফাওয়াদের ঠোঁটে আলতো চুম্বন করেন আলিয়া। যদিও সেই দৃশ্যেও নাকি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন না ফাওয়াদ। তাই আলিয়াও সচেতন ছিলেন। 'অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল' ছবিতে আনুশকা শর্মার বিপরীতে দেখা গিয়েছিল ফাওয়াদকে। তবে সেই ছবিতে তেমন কোনও ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়নি পাকিস্তানি অভিনেতাকে।

১৫ বছরের সবচেয়ে দীর্ঘতম হিন্দি সিনেমা হচ্ছে 'পুষ্পা টু'?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ ডিসেম্বর একযোগে তামিল, তেলুগু, মালয়লম, কন্নড়, হিন্দি ও বাংলা ভাষায় মুক্তি পাবে আল্লু আর্জুনের 'পুষ্পা টু: দ্য রুল'। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্যনুসারে, রণবীর কাপুরের গত বছরের ব্লকবাস্টার ছবি 'অ্যানিমল' বক্স অফিসে দারুণ রেকর্ড করেছিল। ৩ ঘণ্টা ২১ মিনিটের এই ছবি গত ১৫ বছরের ইতিহাসে দীর্ঘতম হিন্দি সিনেমা ছিল। সেই রেকর্ড ভেঙেছে আল্লু আর্জুনের 'পুষ্পা টু'। এই সিনেমার রানটাইম ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট। গত কয়েক বছরে ছবির গড় রানটাইম দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা। এর বেশি রানটাইম হলে, ছবিটি আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে এর সঙ্গে যুক্ত হবে বিজ্ঞাপনের সময়। সে হিসেবে পুষ্পার রানটাইম দাঁড়াবে ৪ ঘণ্টায়। শাহরুখ খানের 'জওয়ান' ছিল ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের। কিন্তু 'অ্যানিমল' ছিল সেই সিনেমার থেকেও প্রায় আধ ঘণ্টা বেশি। গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত 'গদর ২' এবং 'সালার' প্রায় ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটের ছবি ছিল। অন্যদিকে 'পুষ্পা ১: দ্য রাইজ' ছিল প্রায় তিন ঘণ্টার। সুকুমার পরিচালিত 'পুষ্পা টু' সিনেমায় দেখা যাবে একজন সাধারণ মানুষ থেকে গ্যাংস্টারে পরিণত হওয়া এক ছেলের জার্নি। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন আল্লু অর্জুন। আল্লুর বিপরীতে আছেন রাশমিকা। সিনেমার চমক হিসেবে একটি বিশেষ ভূমিকায় দেখা যাবে সঞ্জয় দত্তকে।

অকপট অনন্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদিত্য রায় কাপুরকে যে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন চাঙ্কিকন্যা অনন্যা পাণ্ডে, তা মাঝে মধ্যেই অনন্যার চোখেমুখে প্রকাশ পায়। আর তাই তো যখনই প্রেম নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন অনন্যা, তখনই কথায় কথায় পুরনো প্রেম, সেই প্রেমের ঠিক-ভুল এবং হাজার ট্রাই করার পরও ব্যর্থ হওয়ার কথা অনর্গল বলে চলেন অনন্যা। কফি উইথ করণ শোয়ে এসেও প্রেম এবং জীবন দর্শন নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছিলেন অনন্যা। আকার-ইঙ্গিতে আদিত্য রায় কাপুরকেও বিঁধেছিলেন। এবারো অনন্যার মুখে সেই ব্যর্থ প্রেমের কথা।

ব্যাপারটা একটু বিশদে বলা যাক। গুঞ্জন রয়েছে অনন্যা নাকি আমেরিকান মডেল ওয়ালকার ব্লাঙ্কোর সঙ্গে এখন সম্পর্কে রয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দুজনেই আকার-ইঙ্গিতে সেই সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। তবে নতুন প্রেমে থেকেও পুরনো প্রেমের, বলা ভালো আদিত্য রায় কাপুরকে যেন ভুলতে পারছেন না অনন্যা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই কথাগুলোই যেন উঠে এলো অনন্যার মুখে।

অনন্যা জানালেন, 'আগের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেকে অনেকটা বদলে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম এতেই সঙ্গী খুশি হবে। তবে বুঝলাম, এভাবে নিজেকে বদলে ফেললে সম্পর্ক থাকে না। আমার মনে হয়, যে কোনো সম্পর্কে বন্ধুত্বই আসল। সেটা থাকলে সম্পর্ক এমনিতেই এগিয়ে যায়। আলাদা পরিশ্রম করতে হয় না।'

গত দুই বছর ধরে আদিত্য ও অনন্যার প্রেম গুঞ্জন নিয়ে মত্ত ছিল বলিউড। তারকা জুটিকে একসঙ্গে বিদেশে ছুটিও কাটাতে দেখা গিয়েছিল। একসময় তো চাঙ্কিকন্যাকে দেখলেই রসিকতা করে 'নাইট ম্যানেজার' আদিত্যর কথা জিজ্ঞেস করতেন পাপারাজ্জিরা। কিন্তু সুখের এই সময় আর টিকল না। আচমকা শোনা যায়, আদিত্য-অনন্যার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে।

এর কিছুদিন পরই ওয়ালকার ব্লাঙ্কোর সঙ্গে অনন্যার প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়। রটনা, অনন্ত আম্বানির বিয়েতে গিয়ে নতুন প্রেমিকের খোঁজ পান চাঙ্কিকন্যা। সূত্র বলছে, বিয়ের আনন্দের মাঝে অনন্যা ও ব্লাঙ্কো নাকি অন্তরঙ্গ সময়ও কাটিয়েছে হোটেলের এদিক ওদিক। শুধু তাই নয়, নতুন বয়ফ্রেন্ডকে অনন্যার এতটাই পছন্দ হয়েছে যে, তার নামে লকেটও বানিয়ে ফেলেছেন অভিনেত্রী।

ওয়ালকার ব্লানকো পেশায় মডেল। তবে তার অন্য আরেকটি পরিচয়ও রয়েছে। সূত্র বলছে, ওয়ালকার রিলায়েন্সের একটি ফ্যাশন কোম্পানির প্রচার সামলান। অনন্যার সঙ্গে তার প্রথম আলাপ একটি বিজ্ঞাপনের শুটে গিয়েই। তবে সেবার নাকি আলাপ তেমন জমেনি। গোটা প্রেম কাণ্ড ঘটেছে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতেই।

বন্ধু হিসেবে ভাইজানের তুলনাই হয়না: দিয়া মির্জা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেগে গেলে একেবারে অন্য রূপ ধারণ করেন বলিউড অভিনেতা সালমান খান কিন্তু তার মতো বড় মন পাওয়াও নাকি সহজ নয়। বন্ধু হিসেবেও কোনও তুলনাই হয়না। সম্প্রতি সালমান সম্পর্কে মুখ খুললেন অভিনেত্রী দিয়া মির্জা।

'তুমকো না ভুল পায়েঙ্গে' ছবিতে সালমানের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন দিয়া। সেই ছবির শুটিং সেটের মুহূর্ত আজও মনে রেখেছেন অভিনেত্রী। কারণ তিনি ছিলেন সালমান অনুরাগী। দিয়া এক সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ওই ছবিতে কাজ করার আগে থেকেই আমি সালমানের অনুরাগী ছিলাম। কাজ শুরু করার পরে, প্রতিদিন ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম।'

অভিনেত্রীর কথায়, 'ভাবতাম সত্যিই আমি সালমানের সঙ্গে কাজ করছি! বিশ্বাস হত না। যার ছবি আমি বার বার দেখতাম, তার সঙ্গে কাজ করতে পারা আমার জন্য অবিশ্বাস্য ছিল।'

রাজস্থানে ভিড়ের মাঝে ছবির শুটিং ছিল। ভিড়ের মাঝে যাতে দিয়ার অস্বস্তি না হয়, সেই দিকে নজর রাখছিলেন সালমান। সেই সময় শুটিং সেটে মহিলারা ছিলেন না। পুরুষদের ভিড়ে নায়িকার সুরক্ষার ভার নিয়েছিলেন ভাইজান নিজেই। দিয়া বলেছেন, 'এখন যেমন ছবির সেটে লিঙ্গ সাম্য বজায় থাকে, তখন তেমন ছিল না। ছবির সেটে মহিলা কলাকুশলী কমই থাকতেন। পুরুষশাসিত ইন্ডাস্ট্রি ছিল। মনে আছে, আমার নিরাপত্তা নিয়ে সালমান খুব সতর্ক থাকতেন।'

শুটিংয়ের পরেও যাতে গাড়িতে দিয়া আগে উঠে পড়েন, সেই দিকে খেয়াল রাখতেন সালমান। তার কথায়, 'এমন অভিনেতা সত্যিই হাতে গুনে পাওয়া যায়।

প্রিমিয়ার লিগ

৭ গোলের ম্যাচে আর্সেনালের দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যামকে ৫-২ গোলে পরাজিত করেছে আর্সেনাল। যেখানে প্রথমার্ধে মোট ৭ গোল হয়েছে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কোনো গোল না হলেও আর্সেনাল তাদের ৫-২ ব্যবধান ধরে রেখে জয় পায়।

লন্ডন স্টেডিয়ামে ম্যাচের নবম মিনিটেই আর্সেনাল এগিয়ে যায় গাব্রিয়েল মাগালায়েসের গোল দিয়ে। এরপর ২৭ মিনিটে লেয়ান্দ্রো ত্রসার্ড দ্বিতীয় গোল করেন, আর ৩৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্সেনালকে আরও শক্ত অবস্থানে নিয়ে আসেন মার্টিন ওডেগার। ঠিক দুই মিনিট পর সফরকারীদের হয়ে দুর্দান্ত গোল করেন কাই হাভার্টজ, যেটি ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যামকে ফেরানোর এক ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

এদিকে, চার গোলের বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর কিছু ওয়েস্ট হ্যাম সমর্থক গ্যালারি ছেড়ে চলে যান। তবে ৩৮ মিনিটে অ্যারন ওয়ান-বিসাকা এবং ৪০ মিনিটে এমেরসন ফ্রি কিক থেকে দুটি গোল করে ম্যাচে ফেরার আভাস দেন। কিন্তু যোগ করা সময়ে, আর্সেনাল আবারও ব্যবধান বাড়ায়। পেনাল্টি থেকে দলের শেষ গোলটি করেন বুকায়ো সাকা।

এই জয় দিয়ে ১৩ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে আর্সেনাল। লিভারপুল, যারা এক ম্যাচ কম খেলেছে, ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে। আগামী রোববার আর্সেনাল ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে।

ভিনিসিয়ুসকে কটাক্ষ করে

নিষিদ্ধ হলেন নাবালক দর্শক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুসকে লক্ষ্য করে বর্ণবাদী আচরণ করে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন এক নাবালক দর্শক। তাকে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে রিয়াল। তবে ওই দর্শকের আর্থিক জরিমানার পরিমাণ জানা যায়নি।

বিবৃতিতে রিয়াল বলেছে, 'যে নাবালক আমাদের খেলোয়াড় ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে লক্ষ্য করে বর্ণবাদী আচরণ করেছে... ক্ষমা চেয়েছে। চিঠিতে আচরণের জন্য দুঃখও প্রকাশ করেছে। আদালতের পরামর্শে তিনি সামাজিক-শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে রাজি হয়েছেন। জুভেনাইল পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস তাকে এক বছরের জন্য অফিসিয়াল প্রতিযোগিতায় স্টেডিয়ামে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে।'

নাবালক ওই দর্শক পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস থেকে শাস্তি উল্লেকপূর্বক পাঠানো চিঠি হাতে পেয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেছেন। যে কারণে ঘটনাও মীমাংসিত হয়ে গেছে।

গত মৌসুমে লা লিগায় রায়া ভায়াকানোর বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচে ভিনিসিয়ুসকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন বর্ণবাদী স্লোগান দেয় স্বাগতিক দলের দর্শকরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে আয়োজকদের কাছে নালিশ করে রিয়াল। পরে স্পেনের ক্রীড়া আদালতে মামলাও করে ক্লাবটি।

রিয়াল আরও জানায়, গেল জুন থেকে ফৌজদারি বা শিশু আদালতে রিয়ালের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের চারটি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। যার সবগুলোতেই অপরাধীদের কোনো না কোনো শাস্তি হয়েছে। গেল অক্টোবরে ভিনিসিয়ুসকে অনলাইন মাধ্যমে কটাক্ষ করার অভিযোগে স্পেনে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ঘরের মাঠে পালমাসের কাছেও হারল বার্সেলোনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একের পর এক ব্যর্থতা বার্সেলোনার শিবিরে। মৌসুমের শুরুতে দুর্দান্ত পারফর্ম করা হ্যান্সি ফ্লিকের দল এখন টানা পয়েন্ট হারিয়ে বিপর্যস্ত। লা লিগায় রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে ১-০ গোলের পরাজয়ের পর সেল্টা ভিগোর সঙ্গে ড্র করে। এবার ঘরের মাঠ স্তাদিও অলিম্পিকোতে লিগ টেবিলের নিচের দিকের দল লাস পালমাসের কাছে ২-১ গোলের ব্যবধানে হারল কাতালানরা।

প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তেজনা বাড়ে। পালমাসের হয়ে ৪৯ মিনিটে সান্দ্রো রামিরেজ গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। ২০১৪-২০১৬ মৌসুমে বার্সার হয়ে ১৭ ম্যাচে দুই গোল করেছিলেন এই সান্দ্রো। এবার সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে গোলের সূচনা করেন তিনি। পিছিয়ে পড়া বার্সা ৬১ মিনিটে রাফিনহার গোলে ম্যাচে ফেরে। ৫ মিনিট পরই লা পালমাসকে এগিয়ে নেন ফ্যাবিও সিলভা। তাতেই গড়ে দেয় ম্যাচের ফল।

এই পরাজয় সত্ত্বেও, বার্সা এখনও লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে। তবে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ দুই ম্যাচ কম খেলেছে, যা তাদের জন্য শীর্ষে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করছে।

বার্সার জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ এখন আরও কঠিন। লিগের পরবর্তী ম্যাচগুলোতে তারা কীভাবে নিজেদের সামলাবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নিস্তলরয়ের প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : খুব করে থেকে যেতে চেয়েছিলেন রুড ফন নিস্তলরয়। কিন্তু থাকা হয়নি। পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে যাওয়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোথাও জায়গা হয়নি ডাচম্যানের। তবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফিরেছেন নিস্তলরয়। তাও লিগের অন্যতম ক্লাব লেস্টার সিটির প্রধান কোচ হিসেবে।

ব্যর্থতার দায়ে কদিন আগে ওল্ড ট্রাফোর্ড থেকে ছাঁটাই হয়েছেন এরিক টেন হাগ। রেড ডেভিলদের অন্তর্বর্তীকালীন হিসেবে তখন ডাগআউট সামলেছিলেন নিস্তলরয়। ধুঁকতে থাকা ক্লাব জয়ের ধারায়ও ফিরেছিল। চার ম্যাচের তিনটিতে জয় এবং অপরটিতে ড্র করেছিল ইউনাইটেড। তবে পর্তুগিজ কোচ হুবেন আমুরি আসায় ইউনাইটেডে কোচিংয়ের সুযোগ নেই নিস্তলরয়ের। স্পোর্টিং লিসবন থেকে আমুরি তার সাপোর্ট স্টাফের সবাইকে নিয়ে আসায় ইউনাইটেড ছাড়তে হয় নিস্তলরয়কে। তবে প্রত্যাবর্তনটা যুৎসই হয়েছে তার। গত রবিবার কোচ স্টিভ কুপারকে বরখাস্ত করে লেস্টার সিটি। এর পর নতুন কোচ হিসেবে নিস্তলরয়ের নাম ঘোষণা করে সিটি।

লেস্টার সিটি জানিয়েছে, ফন নিস্তলরয়ের সঙ্গে তাদের চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত।

আল হিলাল ছাড়ার গুঞ্জন!
নেইমারের সম্ভাব্য গন্তব্য তিন ক্লাব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের জার্সিতে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি নেইমার। দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে বেশিরভাগ সময় কেটেছে ইনজুরিতে। চোটে এক বছর মাঠের বাইরে থাকার পর গত অক্টোবরে ফেরেন মাঠে। তবে কামব্যাক করার দ্বিতীয় ম্যাচে নেমে আবারো চোট পান তিনি। তার এই ঘনঘন চোট পাওয়ায় খুশি নয় তার ক্লাব আল হিলাল ম্যানেজমেন্ট। গুঞ্জন আসছে, আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে নেইমারকে ছেড়ে দিতে পারে তারা।

আল হিলালের সঙ্গে নেইমারের চুক্তি আছে আগামী বছরের জুন পর্যন্ত। ফলে আগামী বছরের জন্য তাকে প্রো লিগে নিবন্ধন করানো হবে কি না তা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। সংবাদমাধ্যমের খবর মতে, বারবার চোটে পড়ায় এবং চুক্তির মেয়াদের বেশিরভাগ সময় মাঠের বাইরে থাকায় নেইমারের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি না-ও করতে পারে আল হিলাল।

তাই মেয়াদ শেষের আগেই নেইমারের সাথে চুক্তি বাতিল করতে পারে ক্লাবটি। যদি শেষ পর্যন্ত নেইমার ও আল হিলাল চুক্তি বাতিল করতে সমর্থ হয়, সেক্ষেত্রে তার পরবর্তী গন্তব্য হতে পারে তিন ক্লাব।

নেইমারের সম্ভাব্য পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে প্রথমে উঠে আসছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসের নাম। এই ক্লাবেই পেশাদার ফুটবল শুরু হয়েছিল এই ব্রাজিলিয়ানের।

ক্লাবটির হয়ে ২২৫ ম্যাচে ১৩৬ গোল করার পাশাপাশি কোপা লিবার্তাদোরেস সহ অসংখ্য শিরোপা জিতেছেন তিনি। পাঁচ মৌসুম কাটানোর পর ২০১৩ সালে তিনি যোগ দেন বার্সেলোনায়। সেখান থেকে রেকর্ড দামে যোগ দেন পিএসজিতে। গত বছর যোগ দেন আল হিলালে।

এছাড়া, নেইমারও সান্তোসে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন সময়। বারবার তাকে ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন ক্লাবটির সভাপতিও।

নেইমারের আরেক সম্ভাব্য গন্তব্য হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামি। এই ক্লাবে তার এক সময়ের বার্সা সতীর্থ ও বন্ধু লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ খেলেন। তার ওপর আবার সম্প্রতি মায়ামিতে ব্রাজিলিয়ান তারকার বিলাসবহুল বাড়ি কেনার খবর সেই সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই হয়তো আল হিলাল ছাড়ার পর মায়ামিতে দেখাও যেতে পারে তাকে। নেইমারে আরেক সম্ভাব্য ঠিকানা হতে পারে তার পুরনো ক্লাব বার্সেলোনা। এই ক্লাবে তিনি মেসি ও সুয়ারেজের সাথে মিলে একটি শক্তিশালী ত্রয়ী গড়ে তুলেছিলেন। ক্লাবটির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগসহ আরও বেশ কয়েকটি ট্রফি জিতেছেন তিনি। তবে এক্ষেত্রে বার্সেলোনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। যদি নেইমার তার বেতন হ্রাস করে সেক্ষেত্রে হয়তো কাতালান ক্লাবটির হয়ে আবারও মাঠ মাতাতে দেখা যেতে পারে তাকে।

এমবাপের সমস্যা রিয়ালেরও: আনচেলত্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, দলের তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপের এ মৌসুমের ফর্মহীনতা শুধুমাত্র তারই সমস্যা নয়। এর পিছনে পুরো দলের ধারাবাহিকতার অভাবও অনেকাংশেই দায়ী।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বুধবার লিভারপুলের বিপক্ষে রিয়ালের পরাজয়ের ম্যাচটিতে পেনাল্টি মিস করেন ফরাসী এই তারকা। এর মাধ্যমে পাঁচ ম্যাচে তৃতীয় পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন মাদ্রিদ।

পিএসজির সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর গ্রীষ্মে মাদ্রিদে যোগ দেন এমবাপে। কিন্তু স্পেনে আসার পর থেকেই ফর্মহীনতার কারনে নানাভাবে সমালোচনার শিকার হচ্ছেন। এ পর্যন্ত মাদ্রিদের হয়ে শেষ ৯ ম্যাচে মাত্র দুই গোল করেছেন। লা লিগায় রোববার গেতাফের মুখোমুখি হবে রিয়াল। লিগের এই ম্যাচকে সামনে রেখে আনচেলত্তি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন,ওএমবাপের সমস্যা আমাদের সকলের সমস্যা। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে নিজেদের সেরাটা দেয়া। শুধুমাত্র তার জন্যই এটা নয়, অন্য সকল খেলোয়াড়দের জন্যই প্রযোজ্য। এটা কোন একজন খেলোয়াড়ের সমস্যা নয়। পুরো দলই ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছে। আমাদের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে। এমবাপে এখানে নতুন এসেছে, তার মানিয়ে নিতেও সমস্যা হচ্ছে। সে ইতোমধ্যেই আট গোল করেছে, আক্রমনে অংশ নিচ্ছে, অন্যদের এ্যাসিস্ট করছে।

অবশ্যই সে একজন ভাল খেলোয়াড়। কিন্তু আমাদের সকলের আরো ভাল খেলার চেষ্টা করতে হবেৎ

ফ্রান্সের সর্বশেষ দুটি ম্যাচে ইনজুরির কারণে দলে ছিলেন না এমবাপে।

আনচেলত্তি আরো বলেছেন, 'লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচের পর এমাবাপের পারফরমেন্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আনচেলত্তি জানিয়েছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, দানি কারভাহাল, এদের মিলিতাওয়ের মত খেলোয়াড়দের ইনজুরির কারণে লিভারপুলের বিপক্ষে হার মেনে নিতে হয়েছে। তবে গেতাফের ম্যাচের আগে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রদ্রিগো ফিট হয়ে দলে ফিরছেন।

এই মুহূর্তে লা লিগা টেবিলের শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে এক ম্যাচ কম খেলে চার পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR